নতুন বাদশাহ আবদুল্লাহ

কোন পথে সৌদি আরব

বাদশাহ ফাহদের মৃত্যুর পর সৌদি আরবের নতুন বাদশাহ আবদুল্লাহ। ধারণা করা হ"Q এবার সৌদি নীতিতে পরিবর্তন আসতে পারে...

লিখেছেন **জামান আরশাদ**

সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদের মৃত্যু কাউকে বিস্মিত করেনি। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে তার বড়ধরনের স্ট্রোক হয়েছিল। এরপর থেকে দাপ্তরিক কাজকর্ম প্রায় অনেকটা যুবরাজ আবদুল্লাহ'র হাতে অর্পণ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী গত এক দশক সৌদি আরব শাসন করছেন আবদুল্লাহই। আর ফাহাদের মৃত্যুর পর তিনি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেল অধ্যুষিত দেশটির বাদশাহ।

আবদুল্লাহর বয়স এখন ৮১। তারও শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তবে সৎ ভাই ফাহাদের মতো বেপরোয়া জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত নন। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলতে-বলতে পছন্দ করেন।

সাধারণত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, সৌদি বাদশাহ অবশ্যই মার্কিনপন্থি হবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অবশ্য ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সৌদি-মার্কিন 'সুসম্পর্কের' গোড়াপত্তন করেছিলেন প্রয়াত বাদশাহর বাবা বাদশাহ আবদুল আজিজ। এরপর যত বাদশাহ এসেছেন, গেছেন সবাই ওয়াশিংটনের কাছাকাছি থেকেছেন। 'নিরাপদ দূরত্বে' থাকার ঝুঁকিও কেউ নেননি।

সোজা কথায়, এই সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে দু'পক্ষের স্বার্থকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিমাণ তেলের চাহিদা এবং প্রতিদিন যেভাবে চাহিদা বাড়ছে তাতে সৌদি আরবের মতো একটি নিরাপদ যোগানের উৎস তার দরকার ছিল। অপরদিকে বাদশাদের 'বাদশাহী শাসন' টিকিয়ে রাখার জন্যই বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপোসে চলতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যেমন গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে, তখন সৌদি আরবে তার ঢেউ এসে পড়ছে। তারপরও পুলিশি দমন-পীড়নে সেখানকার নাগরিক সমাজ মুখ খুলতে পারছে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ছবক দিয়ে বেড়ালেও সৌদি আরবের বিষয়ে কিছুই বলে না। আরো অনেক বিষয়ে তারা কিছু বলে না। আবার কিছু বিষয়ে অনেক কিছুই বলে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলটি বুঝতে পারেন নতুন বাদশাহ আবদুল্লাহ। তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে দহরম-মহরম সম্পর্কে বিশ্বাসী নন। চিন্তা-চেতনায় ফাহাদ থেকে তিনি বেশ কিছুটা ভিন্ন। আরব বিশ্ব ও এর বাইরে তার সম্পর্কে বেশ কিছু কথা প্রচলিত আছে। অনেকেই তাকে প্রতাপশালী, আরব জাতীয়তাবাদী ও পশ্চিমাবিরোধী বলে বিবেচনা করেন। 'পশ্চিমা বিরোধী'- তার সম্পর্কে এই কথাটি মিডিয়া ও জনগণের একটি অংশ বিশ্বাস করেন। কারণ তিনি ২০০১ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধ এবং ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে সৌদি ভূমি যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। আসলে তিনি যে পশ্চিমা বিরোধী, এ কারণে এটা করেছেন তা নয়। তিনি সেটা করেছেন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদি ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দিলে মৌলবাদীদের দ্বারা তার দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষতবিক্ষত হওয়া আশঙ্কা ছিল। আর হুমকি ছিল তার দেশের ছেলে ওসামা বিন লাদেনের। এ জন্য আবদুল্লাহ যুক্তরাষ্ট্রকে সুযোগ দিতে পারতেন। যদিও ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এবং আফগানিস্তানের তালেবানরা সৌদি আরবের বিপক্ষ গ্রুপের লোকই ছিল।

তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের

বাদশাহ আবদুল্লাহ

সম্পর্ক খারাপ হয়নি। ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলায় জড়িতদের একটা বড় অংশ সৌদি আরবের বলে শনাক্ত হওয়ায় মার্কিনী গণমাধ্যমে সৌদিদের সম্পর্কে নেতিবাচকভাবে লেখা হতে থাকে। এটা মার্কিনী জনগণের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু আবদুল্লাহ ওয়াশিংটনে তার রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর বিন সুলতানের মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সমর্থ হন।

আবদুল্লাহ বাদশাহ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তাকে তেমনভাবে স্বাগতও জানায়নি, আবার সরাসরি বিরোধিতাও করেনি। আবদুল্লাও এ রকম চান। মার্কিনীদের মনোরঞ্জনের দিকে মন না দিয়ে নিজ সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য। আর তিনি যে জাতীয়তাবাদী, এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

নটবরের ঢাকা সফর
কথা অনেক
প্রাপ্তি সামান্য

হাসান মূর্তাজা

নটবর সিং ও মোর্শেদ খান

ঢাকায় তিন দিনের সফর শেষে ফিরে গেলেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং। এসেছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য। আলোচনার কোনো সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ছিল না। যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে দু'পক্ষে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা সফল- এক কথায় এমনটা বলা যাবে না। তবে সমস্যা সমাধানে দু'পক্ষকে আন্তরিক মনে হয়েছে।

বাণিজ্য ঘাটতি, ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ লাইন, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, সীমান্ত সমস্যা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, উগ্রবাদসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন নটবর সিং ও মোর্শেদ খান। শর্ত, পাল্টা শর্ত অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা এগিয়ে নিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ইস্যুতে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা আগায়নি। ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে বাংলাদেশের সমর্থন চেয়েছিল। বাংলাদেশ সমর্থন দেয়নি।

বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে সবচে' বেশি। দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। ক'দিন আগেই ঢাকায় বাণিজ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল প্রায় দেড় বছর পর। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারতীয় বাজারে পণ্যের সহজ প্রবেশাধিকার চাইলেও ভারত এতে রাজি হয়নি। ভারত চেয়েছে দু'দেশের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য। এতে আবার বাংলাদেশ রাজি নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত রপ্তানি বাণিজ্যের সম্পর্ক অবশ্য ভালো। গত ২০০৩-৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুন ২০০৫ পর্যন্ত) বাংলাদেশ ভারতে ১২ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। তার আগের পুরো অর্থবছরে রপ্তানি করেছিল ৮ কোটি ৯০ লাখ ডলারের পণ্য। তবে সামগ্রিকভাবে দু'দেশে বাণিজ্য ঘাটতি আশঙ্কাজনক। গত ১৫ বছরে এই ঘাটতি বেড়েছে ৬ গুণ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯৫ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫১ কোটি ১ লাখ ৯০ হাজার ডলারে। চলতি অর্থবছরে প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি ৮১ ডলার (তথ্যসূত্র : প্রথম আলো)। নটবর সিং অবশ্য ভারত-শ্রীলঙ্কার মতো মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সীমান্ত সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নটবর সিং জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক অবৈধ অভিবাসীরা ভারতে প্রবেশ করছে। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকের প্রস্তাব দিলেও বাংলাদেশ তাতে রাজি হয়নি। কিন্তু সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে কোনো সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে পারেনি কোনো পক্ষ। তবে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে দু'পক্ষ একমত হয়েছে।

নটবর সিং জানিয়েছেন, ভারত বাংলাদেশকে না জানিয়ে একতরফাভাবে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হবে না। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। ভারত উজানে নদীতে খাল কেটে জল ব্যবস্থাপনার যে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, তার ফলে বাংলাদেশ ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বাংলাদেশ এ প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছিল। বিরোধিতা ছিল ভারতেও। ভারতের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশকে আশাবাদী করবে নিঃসন্দেহে। এ ছাড়া নটবর সিং বলেছেন, বড় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করবে। এ ধরনের কথার মাঝে অবশ্য অন্যকে ছোট করার প্রবণতা থাকে। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের সম্পর্ক অবনতির প্রেক্ষিতে ভারতের নমনীয়তা প্রদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে।